Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দাওয়াতে পথে বাধা ও তার নিরসন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিরা বেগম

রোলঃ 2280208542309

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দাওয়াতে পথে বাধা ও তার নিরসন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিরা বেগম

রোলঃ 2280208542309

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দাওয়াতে পথে বাধা ও তার নিরসন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাদিরা বেগম, আইডিঃ 2280208542309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দাওয়াতে পথে বাধা ও তার নিরসন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাদিরা বেগম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

নাদিরা বেগম

আইডিঃ 2280208542309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা....................5

অধ্যায় ২: দাওয়াতের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব....................6

অধ্যায় ৩: দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-....................7

অধ্যায় ৪: দাওয়াতের কাজে বাধাসমূহ-....................9

৪.১ মানসিক ও আত্মিক বাধা....................9

৪.২ সামাজিক ও পারিবারিক বাধা....................9

৪.৩ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাধা....................10

৪.৪শারীরিক ও প্রাকৃতিক বাধা....................10

৪.৫ দাওয়াতদাতার অজ্ঞতা ও দুর্বলতা....................11

৪.৬ আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ....................11

অধ্যায় ৫: বাধা নিরসনের উপায়....................13

৫.১ আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি:....................13

৫.২ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যবহার:....................13

৫.৩ ধৈর্য ও নৈতিকতার চর্চা....................14

৫.৪ একতা ও সহযোগিতা....................15

৫.৫ উত্তম চরিত্র আচরণ প্রদর্শন....................16

৫.৬ ধাপে ধাপে দাওয়াত দেওয়া (ফিতনা এড়ানো)....................17

৫.৭ দাওয়াতকে সহজ করা....................17

৫.৮ দোয়া ও আল্লাহর উপর নির্ভর করা....................17

৫.৯ আধুনিক মাধ্যমের ব্যবহার....................18

৫.১০ দাওয়াতে জন্য সময়, পরিকল্পনা, কৌশল তৈরি....................18

অধ্যায় ৬. কোরআন ও হাদীস থেকে দাওয়াতের দিকনির্দেশনা......................................19

অধ্যায় ৭. উপসংহার 24

অধ্যায় ৮. তথ্যসূত্র (References)...26

অধ্যায় ১: ভূমিকা

দাওয়াত অর্থ আহ্বান বা ডাকা। ইসলামে দাওয়াত বলতে বোঝায় মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করা, সৎকাজে উৎসাহিত করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেওয়া।
আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ِادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة
"আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"
(সূরা আন-নাহল, ১৬:১২৫)

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা যুগে যুগে অনেক নবী রাসূলগণ পাঠিয়েছেন। আমাদের শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এরপরে কোন নবী ও রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না। মহানবী (সাঃ)এরপর সাহাবীরা মানুষের কাছে দাওয়াতি কাজ করেছেন। মানুষদেরকে আল্লাহ পথে ডেকেছেন। আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শেষ উম্মত। আমাদের দায়িত্ব এখন মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা, আহ্বান করা। দাওয়াতের কাজ নবীদের কাজ। তাই এ কাজের মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাতারে পৌঁছাতে পারে।তবে এই কাজ এত সহজে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না, এ পথে অনেক বাধা আসে—মানুষের বিরোধিতা, সমাজের উপহাস, রাজনৈতিক বাধা, কিংবা নিজের দুর্বলতা। এসব থেকে নিয়ে নিরসনের পথ আমাদের বের করতে হবে, যেন আমরা সকলের কাছে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছাতে পারি। এবং দুনিয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

অধ্যায় ২: দাওয়াতের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

সংজ্ঞা:

দাওয়াত শব্দটি আরবি "يدعو - دَعَا" থেকে এসেছে, যার অর্থ আহ্বান করা বা ডাকা। ইসলামী পরিভাষায়, "মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার দিকে ফেরানো"ই দাওয়াত।

গুরুত্ব:

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা যুগে যুগে মানুষের কাছে অনেক নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। এটি ছিল নবীদের কাজ। শেষ নবীর উম্মত হওয়ার কারণে, এই কাজ এখন আমাদের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেন : "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও "সহিহ বুখারি ৩৪৬১

দাওয়াত হচ্ছে সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

মুসলমানদের দায়িত্ব, যেমন আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

"তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে।"
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৪)

অধ্যায় ৩: দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-

মানুষকে তাওহীদ ও সঠিক আকীদায় ফিরিয়ে আনতে দাওয়াতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শয়তান ও নফসের প্ররচনায় মানুষ ভুলের মধ্যে গা ভাসিয়ে দেয়। তাওহীদ ও সঠিক আকিদায় ঘুন ধরে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা, সঠিক দাওয়াত এর মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি।

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন,فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينِ

" তুমি আল্লাহর ইবাদত কর, তার জন্য খাঁটি ভাবে দিন প্রতিষ্ঠা কর।" সূরা যুমার ৩৯:২

সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ ভুলের মধ্যে ডুবে থাকে এবং বিভিন্ন কুসংস্কার ও শিরকের মধ্যে জড়িয়ে যায়। ফলে বান্দা আল্লাহর, মানুষের হক এবং নিজের হক নষ্ট করে। মানুষকে দাওয়াত দান ও জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে সমাজ থেকে অন্যায়, শিরক ও কুসংস্কার দূর করা সম্ভব।

আল্লাহুসুবহানাল্লাহ বলেন,

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

"তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য (পাঠানো হয়েছে)।"

— সূরা ইব্রাহিম 14:1

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ... تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"তোমরা সর্বোত্তম উম্মত... কারণ তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ কর।"

— সূরা আলে ইমরান 3:110

রাষ্ট্রীে ও সমাজে ন্যায়, সত্য, ধৈর্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকুক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে।"

— সূরা আলে ইমরান 3:104

দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, ইসলামী সমাজ গঠন করা।

দাওয়াতকারীর জন্য সওয়াব অর্জনের সুযোগ তৈরি করে। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন,

“যে সৎপথের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য সকল অনুসারীর সমান সওয়াব থাকবে।”
— সহীহ মুসলিম 2674

রাসূল ﷺ বলেন:
“তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষ হিদায়াত পায়, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।”
— সহীহ বুখারী ও মুসলিম

অধ্যায় ৪: দাওয়াতের কাজে বাধাসমূহ-

৪.১ মানসিক ও আত্মিক বাধা

■ অহংকার ও নিজের মতের প্রতি আনুগত্য - অনেক মানুষ নিজের মত ও অভিজ্ঞতায় প্রতি অতিমাত্রায় আস্থাশীল থাকে। তারা মনে করে "আমার মতে সঠিক" এই মনোভাব দাওয়াত গ্রহণে বাধা দেয়।

■ নিজের দুর্বল ঈমান ও আত্মবিশ্বাসের অভাব-অনেক সময় দাওয়াত কারী নিজের ঈমান অনেক দুর্বল থাকে,নিজে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধি নিষেধ মানা থেকে বিরত থাকে। কোনো ভালো কাজ করতে গেলেও মানসিক এবং আত্মিকভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে আত্মবিশ্বাস অনেক কম থাকে। ফলে দাওয়াতকে কে বাধ্য করে।

■ ভয়, লজ্জা বা সমাজের সমালোচনার আশঙ্কা-দায়ীরা দাওয়াতি কাজ করতে গেলে অনেক সময় সমালোচনা শিকার হন। অনেকে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। সমালোচনা ও লজ্জার ভয়ে অনেকে এই কাজ থেকে বিরত থাকে।

■ নামাজ, ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলে দুর্বলতা-দায়ীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধৈর্য এবং তাওয়াক্কুল। ধৈর্য সহকারে মানুষের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করতে হয়। অনেক সময় নামাজ, ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের দুর্বলতার জন্য আছে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

■ শয়তানের প্ররোচনা -শয়তানের প্রধান কাজই হচ্ছে মানুষকে বিপথে নিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। শয়তান সর্বক্ষণ সামনে , পিছনে, ডানে, বামে থেকে প্ররোচনা দিতে থাকে। যার ফলে দাওয়াতী কাজ কঠিন হয়ে যায়।

৪.২ সামাজিক ও পারিবারিক বাধা

■ পরিবার বা বন্ধুদের বিরোধিতা- জীবনে চলার পথে পরিবার এবং বন্ধু সবচেয়ে বেশি বড় ভূমিকা পালন করে। যাদের মাধ্যমে জীবনে উন্নতি সাধন হয়। আবার পক্ষান্তরে তাদের

বিরোধিতার জন্য ক্ষতি সাধন হয়।কখনো কখনো পরিবার বোঝে না দাওয়াতের গুরুত্ব। ফলে ব্যাঘাত ঘটে।

■ সমাজে কুসংস্কার ও ভুল ধারণা- সমাজে ভ্রান্ত ধারণা কুসংস্কার বা নেতিবাচক মনোভাব দেওয়াতকে বাধগ্রস্ত করে।কেউ মনে করতে পারে ইসলাম কঠোর বা ও প্রসঙ্গে। যার ফলে তাদেরকে সঠিক তথ্য তুলে ধরলেও তারা গ্রহণ করতে চায়না।

■ ইসলামী চর্চাকে ব্যাকওয়ার্ড মনে করা-এটা দাওয়াতি কাজে বাধা প্রাপ্ত অন্যতম একটি কারণ। অনেকে পশ্চিমা সমাজকে মডার্ন মনে করেন। তারা ইসলামের বিধি নিষেধ গুলা মানতে চান না এবং ইসলামকে প্রাচীন মনে করেন।

৪.৩ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাধা

■ ধর্মীয় কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা-বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ইসলাম বিদ্বেষী মানুষের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় কার্যক্রম ঠিকমতো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাধা দেখা যায়। যার ফলে দায়ীরা ঠিকমতো কাজ করতে পারে না।

■ ইসলামী প্রচারণার ওপর নিয়ন্ত্রণ-অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম প্রচারণার ক্ষেত্রেও প্রশাসন বাধার সৃষ্টি করে। এর ফলে অনেকেই হয়রানি শিকার হতে দেখা যায়।

৪.৪শারীরিক ও প্রাকৃতিক বাধা

■ সুস্থতা ও দুর্বলতা -সুস্থতা আল্লাহর দেয়া সবচেয়ে বড় নেয়ামত। শরীরে শক্তি এবং সুস্থ থাকলে সবকিছু সহজে করে ফেলা সম্ভব হয় । তেমনিভাবে অসুস্থ থাকলে কোন কাজে ঠিক মতো করা যায় না। দাওয়াতে বাধা সৃষ্টি হয়।

■ দূরত্ব ও পরিবহন সমস্যা- অনেক সময় দূরত্ব এবং যানবাহন এর অসুবিধার জন্য দাওয়াতী কাজ অনেক কঠিন হয়ে পড়ে

■ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অনিশ্চিত পরিস্থিতি -বৃষ্টি বন্যা বা অন্য কোন অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে দাওয়াতি কাজ বাঁধা প্রাপ্ত হয়।আমাদের সামনে বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে করোনা কালীন সময়।তখন এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল , যে কেউ কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না, দেখা সাক্ষাৎ থেকে সবাই বিরত ছিল।

৪.৫ দাওয়াতদাতার অজ্ঞতা ও দুর্বলতা

■ ইসলামী জ্ঞানের ঘাটতি-জ্ঞান মানুষকে আলোকিত করে। ইসলামে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করা হয়েছে। ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে, অনেকে ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেন না,ফলে অন্যকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

■ নৈতিক দুর্বলতা ও কথার সঙ্গে কাজের অসামঞ্জস্য-
দায়ী সব সময় মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহবান করে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। অনেক সময় দায়ী নিজে যা বলেন, কাজের সাথে কোন মিল থাকেনা।অনুমানে কথা বলেন । ফলে দাওয়াতিরা বিভ্রান্তিতে পড়েন।যা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে।
আল্লাহ বলেন,
“আর মানুষের মধ্যে কিছু কেমন আছে, যারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি’ অথচ তারা মুমিন নয়।তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। সুতরাং আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব কারণ তারা মিথ্যা বলতো ” (সূরা বাকারা ৮,১০)

৪.৬ আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ

■ বস্তুবাদ, নাস্তিকতা ও মিডিয়ার প্রভাব-আমাদের সমাজে এখন বস্তবাদ, নাস্তিকতা ও মিডিয়ার প্রভাব অনেক। বিভিন্ন মাধ্যমে নাস্তিকতা বস্তবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। যা ক্যান্সারের

মতো সমাজে ব্যাধি সৃষ্টি করছে।এক্ষেত্রে মিডিয়া অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে যা দাওয়াতি কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

■ সামাজিক মাধ্যমে ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি- ইচ্ছা প্রণোদিতভাবে অনেকেই ইসলামের সম্বন্ধে ভুল তথ্য ছড়ায়, যাতে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে এবং ইসলাম থেকে দূরে থাকে ।

অধ্যায় ৫: বাধা নিরসনের উপায়

৫.১ আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি:

দাওয়াতের কাজে প্রথম বাধা আসে নিজের ভেতর থেকে দুর্বল- ঈমান ভয় লজ্জা আত্মবিশ্বাসের অভাবে। কোরআনের স্পষ্টভাবে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেছেন,

إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকওয়াবান ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন।"
— সূরা নাহল 16:128
আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"
(সূরা বাকারা, ২:১৫৩)

এই দুইটা আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহ তাকওয়াবান, সৎকর্মশীল এবং ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। এই গুণগুলো নিজের মধ্যে আয়ত্ত করতে হলে আমাদেরকে নিয়মিত এবং সময়মতো নামাজ আদায় মনোযোগী হতে হবে। কোরআন অর্থ সহ অধ্যায়ন করে, কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বেশি বেশি দোয়া এবং জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জচেষ্টা করতে হবে । হৃদয়ে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা তৈরি করা। এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করা যে,আল্লাহ আমাকে শুনছেন দেখছেন এবং আমাকে সাহায্য করবেন। নামাজ, দোয়া ও কুরআনের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া সহজ। তাই নিয়ত ঠিক রেখে , শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে হবে।

৫.২ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যবহার:

দাওয়াতের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা সবচেয়ে বড় বাধা। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

"তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞার সাথে।"
— সূরা নাহল 16:125

দাওয়াতের আগে কোরআন, হাদিস, আকিদা ও ফিকহের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কোন বিষয়ে দাওয়াত দিচ্ছি বা কথা বলছি তা আগে নিজে ভালোভাবে শেখা। এবং কোরআন হাদিসের রেফারেন্স ভিত্তিক আলোচনা করা। অনেক সময় দাওয়াতের ক্ষেত্রে আন্দাজে ও অনুমান করে কথা বলে থাকি, যা বলাআমাদের জন্য হারাম। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা বলেছেন, "ধ্বংস হোক তারা, যারা আন্দাজে কথা বলে" (সূরা যারিয়াত :১০)
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা ধারণা মন থেকে বেঁচে থাক, কারণ ধারণা -অনুমান সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা।"
(বুখারী৬০৬৬,৬৭২৪; মুসলিম ৬৪৩০)
দাওয়াতের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যাকে দাওয়াত দিচ্ছি তার মনস্তত্ত্ব বুঝে কথা বলা।সে ক্ষেত্রে দাওয়াতি কাজ অনেক সহজ হয়। সহজেই দাওয়াতির মন জয় করা যায়।

৫.৩ ধৈর্য ও নৈতিকতার চর্চা

ধৈর্য নিয়ে কোরআনে আল্লাহ অনেক আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"
(সূরা আনফাল ৫৬)
আল্লাহ সুবহানা তায়ালা সূরা আল ইমরানের ২০০ আয়াতে ভালো আছেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

"হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।"

দাওয়াতি কাজে উপহাস, প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা হবেই। নবী রাসুলদের সাথেও তাই হয়েছে। যুগে যুগে যারা দিন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিলেন,যারা আল্লাহর পথে সবাইকে আহবান করেছেন, তারাও এর সম্মুখীন হয়েছে। তাই আমাদেরকে রাগ ও মন খারাপ করলে চলবে না। হাসিমুখে সাড়া দিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, আমার এই কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্যই।

আল্লাহ বলেন, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُون
"তারা যা বলে, তার উপর ধৈর্য ধর।"
— সূরা মুযযাম্মিল 73:10

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা সূরা লোকমানে ১৭ নাম্বার আয়াতে ,লোকমান ও তার পুত্রের কথোপকথন উল্লেখ করেছেন,

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰي مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۚ

"হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"

আমরা যদি এই উপদেশ গুলো মেনে চলি এবং বিতর্ক এড়িয়ে শান্ত থাকার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে সহজ হবে এবং আমরা সফলতা অর্জন করতে পারব। কারণ ধৈর্যশীল ও নৈতিক আচরণ মানুষকে স্পৃষ্ট করে।

৫.৪ একতা ও সহযোগিতা

দাওয়াতে একা কাজ করলে অনেক বাধা সম্মুখীন হতে হয় সেক্ষেত্রে নিজেকে অনেক দুর্বল লাগে। আল্লাহ কোরআনে দলগত শক্তির কথা উল্লেখ করেছে এবং একে অপরকে সহযোগিতা করে কাজ করতে বলেছেন।
আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ

“সৎকাজ ও তাকওয়ায় একে অপরকে সহযোগিতা করো।”
— সূরা মায়িদা 5:2

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আল ইমরানের ১০৩ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।”

একা কাজ করা যেমন কঠিন, তেমনি ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে দলগতভাবে কাজ করা অনেক সহজ তাই।সেক্ষেত্রে দলগতভাবে দাওয়াতের কার্যক্রমপরিচালনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ আরো সহজে পরিচালনা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে আরো প্রয়োজন পরস্পর সহযোগিতা ও পরামর্শ।
এমন কর্মসূচির আয়োজন করা, যাতে করে মানুষের মধ্যে দীনি ইলম প্রচার সহজ হয়। যেমন -কোরআন প্রশিক্ষণ, দোয়া শিক্ষা, নবীর সিরাহআলোচনা,দৈনন্দিন মাসলা মাসায়েল আলোচনা ইত্যাদি আয়োজন করা যেতে পারে।

৫.৫ উত্তম চরিত্র আচরণ প্রদর্শন

সুবহানাল্লাহ তালা কোরআনে মানুষকে সুন্দর অবয়বের সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে উৎসাহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেছেন,” তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।”
দাওয়াতি কাজ দুই ভাবে করা হয়। ১.মৌখিকভাবে ২.চারিত্রিক উপায়ে
আমাদের নবী রাসুল, সাহাবী এবং তাবে তাবেঈদের চরিত্র এমন ছিলেন যে তাদেরকে দেখে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের চরিত্র এমন হতে হবে, যেন একজন মানুষ আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখেই ইসলাম এর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইসলামকে জানতে আগ্রহী হয়। আমরা হাসিমুখে কথা বলতে পারি এবং কথা বলার

সময় সহজ ও নরম ভাষা ব্যবহার করতে হবে। আরো খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে পারি এবং নিজের কথাকে কাজে প্রমাণ করতে হবে।

৫.৬ ধাপে ধাপে দাওয়াত দেওয়া (ফিতনা এড়ানো)

দাওয়াতি কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তি মানুষ সবাই একরকম নয়। সবাইকে একই ভাবে দাওয়াত দেওয়া যায় না, কারণ সবার মনতত্ত্ব, বয়স, শিক্ষা এক নয়।ব্যক্তির মানুষিক ও ধর্মীয় স্তর বুঝে কথা বলতে হবে। প্রথমে তাওহীদ, আকিদা ধাপে ধাপে তাদেরকে শিক্ষাদান করতে হবে। কোরআন হাদিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিয়ে যাতে হবে। এবং একই সাথে তর্ক পরিহার করতে হবে।
দাওয়াতে ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, প্রথমে নিজের পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের দাওয়াত দেওয়া, তারপর প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো।

৫.৭ দাওয়াতকে সহজ করা

অনেকে কথা বলার সময় কঠিন ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করে। আবার গর্বিত আচরণের কারণেও অনেক সময় মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়।
মহানবী বলেছেন,
 " সহজ করে দাও, কঠিন করো না;আনন্দ দাও, বিরক্ত করো না "(সহিহ বুখারী ৬৯)
কথা বলার সময় আমাদেরকে নরম ভাষায় কথা বলতে হবে যেন, ব্যক্তির মন আকৃষ্ট হয়। দাওয়াতকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। একটি সুবিধা অসুবিধা খেয়াল রাখতে হবে। সুন্দর পরিবেশে আলোচনা করতে হবে।

৫.৮ দোয়া ও আল্লাহর উপর নির্ভর করা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দোয়া।দাওয়াতের মূল শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। দাওয়াতি কাজের আগে ও পরে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিকে নিয়ে দোয়া

করতে হবে, আল্লাহ যেন তাকে হিদায়ত দান করে। কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। আল্লাহু বলেন,

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ

"আমার সফলতা কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই।"

— সূরা হুদ 11:88

৫.৯ আধুনিক মাধ্যমের ব্যবহার

আধুনিক যুগে নাস্তিকতা, মিডিয়া বিভ্রান্তি, ফিতনা দাওয়াতি কাজে বাধা সৃষ্টি করে তেমনি, এগুলো আধুনিক মাধ্যমে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করতে পারি। ফেসবুক,ইউটিউব,ওয়েবসাইটে ইসলামিক কনটেন্ট প্রচার প্রসার করার মাধ্যমে। অনলাইন ক্লাস ওয়েবিনারের আয়োজন করা। বই, পোস্টার, অডিও-ভিডিও প্রদান করে দাওয়াতি কাজ করা। ইতিবাচক প্রধান ভিত্তিক যুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে। সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে দাওয়াত ছড়ানো

৫.১০ দাওয়াতে জন্য সময়, পরিকল্পনা, কৌশল তৈরি

পরিকল্পনা করে কোন কাজ করলে সে কাজটি সহজে সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হয়। নিয়ম শৃঙ্খলা বিহীনভাবে কাজ করলে সহজে বাধা আসে।তাই লক্ষ্য ঠিক রেখে কাজ করা, কোন গোষ্ঠীকে দাওয়াত দিতে হবে সেটা আগে নির্ধারণ করে ফেলতে হবে। ছোট ছোট ধাপে কাজ ভাগ করে নিতে হবে এবং সময় ব্যবস্থাপনার ঠিক রাখতে হবে ।

অধ্যায় ৬. কোরআন ও হাদীস থেকে দাওয়াতের দিকনির্দেশনা

কোরআনের দিকনির্দেশনা:

১.নবীদের প্রতি বিরোধিতা ও কষ্ট

সূরা আন‘আম 6:34
“তাদেরকে মিথ্যুক বলা হয়েছে ও কষ্ট দেওয়া হয়েছে — তবুও তারা ধৈর্য ধরেছে।”

২. সত্য গ্রহণে অনীহা

সূরা আল-বাকারা 2:6–7
“যারা অস্বীকারে অটল — তাদের জন্য সতর্ক করা আর না করা সমান।”

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠের ভুল অনুসরণ

সূরা আন‘আম 6:116
“পৃথিবীর অধিকাংশকে অনুসরণ করলে তারা তোমাকে পথভ্রষ্ট করবে।”

৪. অহংকার-গ্রস্তদের হৃদয় বন্ধ হয়ে যায়

সূরা আল-আ‘রাফ 7:146
“অহংকারীদের আমি আমার আয়াত বুঝা থেকে বঞ্চিত রাখি।”

৫. শয়তানের বাধা সৃষ্টি

সূরা ফাতির 35:6
“শয়তান তোমাদের শত্রু—তোমরাও তাকে শত্রু মনে করো।”

৬. মুনাফিকদের অন্তর বৈরিতা

সূরা মুনাফিকুন 63:4
"তারা শত্রু; সুতরাং তাদের থেকে সাবধান হও।"

৭. দাওয়াত গ্রহণে উপহাস ও কটাক্ষ

সূরা হিজর 15:11
"প্রত্যেক নবীর নিকট উপহাসকারীরা এসেছে।"

৮. অবিশ্বাসীদের যুলুম ও বাধা দেওয়া

সূরা আনফাল 8:36
"অবিশ্বাসীরা আল্লাহর পথে বাধা দিতে তাদের সম্পদ ব্যয় করে।"

৯. অজ্ঞতা (জাহেলিয়াত) মানুষের অন্যতম বাধা

সূরা যুমার 39:9
"জ্ঞানীরা কি অজ্ঞদের সমান?"

১০. পার্থিব লোভ দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখে

সূরা আত-তাওবা 9:24
"ধন-সম্পদ ও বাণিজ্য যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের চেয়ে প্রিয় হয়—তবে অপেক্ষা করো।"

১১. হিকমত ও সুন্দর উপদেশ

সূরা নাহল

“হিকমত, উত্তম উপদেশ ও উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো।”

১২. ধৈর্য ও অবিচলতা

সূরা আলে ইমরান 3:200
“ধৈর্য ধরো, স্থির থাকো, এবং আল্লাহকে ভয় করো।”

১৩. কষ্ট সইলেই বিজয়

সূরা ইনশিরাহ 94:5–6
“নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি; নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।”

১৪. দুআ ও আল্লাহর শরণ নেওয়া

সূরা ত্বাহা 20:114
“হে আমার প্রভু, জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।”

১৫. সদাচরণ ও কোমলতা

সূরা আল-ইমরান 3:159
“আপনাকে যদি রুক্ষ ও কঠোর করতেন তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো।”

১৬. ধৈর্যের মাধ্যমে দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া

সূরা ফুসসিলাত 41:34
“সদাচরণ ও অসদাচরন সমান নয়; ভালো আচরণ দিয়ে প্রতিক্রিয়া দাও।”

১৭. সত্য প্রচারে ভয় না পাওয়া

সূরা মায়িদা 5:54
“তারা আল্লাহর পথে সমালোচনাকারীদের পরোয়া করে না।”

১৮. আল্লাহর ওপর ভরসা

সূরা তাওবাহ 9:51
“আমাদের যা স্পর্শ করে তা কেবল আল্লাহর লিখিত বিষয়।”

১৯. অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায় সংযম

সূরা শুরা 42:43
“যে সহ্য করে ও ক্ষমা করে—এটাই দৃঢ় সংকল্পের কাজ।”

২০. দাওয়াতের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নির্দেশ

সূরা ইয়াসিন 36:17
দাওয়াতের মানুষের কাছে মেসেঞ্জারদের কথা:
“আমাদের ওপর দায়িত্ব হলো স্পষ্ট প্রচার।”

“তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ কর।”
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০)

“যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকাজ করে, তার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে?”
(সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৩)

হাদীসের দিকনির্দেশনা:

১. রাসূল ﷺ বলেন,

“তোমরা আমার পক্ষ থেকে এক আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।”
(সহীহ বুখারী)

২. তিনি আরো বলেন,

“যে ব্যক্তি অন্যকে সৎপথে আহ্বান করে, তার জন্য আহ্বানকারীর সমান সওয়াব থাকবে।”
(সহীহ মুসলিম)

অধ্যায় ৭. উপসংহার

দাওয়াতের কাজ ইসলামি জীবনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব—যা আল্লাহ তাআলা প্রতিটি উম্মতকে অর্পণ করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেখা যায় যে দাওয়াত কোনো ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় নয়; বরং এটি উম্মতের সামষ্টিক দায়িত্ব এবং মানবতার কল্যাণসাধনের পথ। তবে একই সঙ্গে দাওয়াত একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ আমল, যেখানে বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত নানাবিধ বাধা দেখা দেয়। ইতিহাস, নবীদের জীবন, সাহাবাদের সংগ্রাম এবং আধুনিক সমাজ সকল ক্ষেত্রেই এই বাস্তবতা স্পষ্ট।

দাওয়াতের প্রধান বাধাগুলো—মানুষের আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা, অহংকার, সামাজিক চাপ, শয়তানের প্রভাব, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র, ব্যক্তির নৈতিক দুর্বলতা, দাওয়াতকারীর জ্ঞানস্বল্পতা, দাওয়াতের ভাষা বা পদ্ধতির কঠোরতা এবং সমাজের ভ্রান্ত প্রভাব। কুরআন এ সব বাধার দিকে সুনির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত করে, যেমন—
অহংকার (আ'রাফ 7:146), সংখ্যাগরিষ্ঠের ভ্রান্ত অনুসরণ (আন'আম 6:116), শয়তানের শত্রুতা (ফাতির 35:6), কটাক্ষ-উপহাস (হিজর 15:11), এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি (আনফাল 8:36)।
এসব আয়াত স্পষ্ট করে যে দাওয়াত মূলত সংগ্রাম—কিন্তু সেই সংগ্রামের ভরসা আল্লাহ।

সুন্নাহতেও আমরা দেখি যে নবী ﷺ দাওয়াতে অভূতপূর্ব বাধা সত্ত্বেও ধৈর্য, নম্রতা, হিকমত, কোমল ভাষা, উত্তম চরিত্র ও অবিচল আহ্বানের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেছেন। তাঁর এই দাওয়াতি স্টাইল সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ।

১.দাওয়াতের বাধা অস্বাভাবিক নয়—বরং স্বাভাবিক ও অনিবার্য।
প্রত্যেক নবী বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। তাই বাধা দেখেই পিছিয়ে যাওয়া দাওয়াতের পথ নয়।

২. দাওয়াতের সঠিক নিরসন পদ্ধতি কুরআন ও সুন্নাহেই নির্ধারিত।
দাওয়াতের সাফল্য ফলাফলে নয়—প্রচেষ্টায়।

কুরআন বলে:
“তোমার দায়িত্ব তো শুধু পৌঁছে দেওয়া।” (ইয়াসিন 36:17)
ফলাফল আল্লাহর হাতে। তাই ব্যর্থতার ভয়, মানুষের প্রতিক্রিয়া, বা সামাজিক চাপ দাওয়াতকে থামাতে পারে না।

৪. দাওয়াতের জন্য জ্ঞান, চরিত্র, ধৈর্য ও ঈমানের সমন্বয় প্রয়োজন।
বাধাগুলো তখনই শক্তিশালী হয় যখন দাওয়াতকারীর নিজের ভেতরে জ্ঞানস্বল্পতা, আচরণগত দুর্বলতা বা ঈমানের দুর্বলতা দেখা দেয়। তাই দাওয়াত আগে নিজেকে সংশোধনের পথ।

৫. আধুনিক সমাজে দাওয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কুরআনের নির্দেশনা এখনও সমান কার্যকর।

যেমন—

ভিন্নমতের প্রতি সহানুভূতি,যুক্তিভিত্তিক দাওয়াত,ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার,আন্তরিকতা,নৈতিক নেতৃত্ব
এসব কুরআনসঙ্গত নীতিই আজকের কার্যকর Dawah Methodology.

দাওয়াতের পথ কখনো বাধাহীন ছিল না—আর কখনো হবে না। কিন্তু দাওয়াতের আহবানকারী যদি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত উপায়ে কাজ করেন, সম্পূর্ণ আন্তরিকতা ও ধৈর্যের সাথে মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দেন, তাহলে বাধা তার উন্নতির সিঁড়ি হয়ে যায়। দাওয়াতকারীর মূল শক্তি হলো—
তাওহীদে দৃঢ়তা, চরিত্রে সৌন্দর্য, ভাষায় কোমলতা, কাজে ধৈর্য, এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা।

অধ্যায় ৮. তথ্যসূত্র (References)

1. আল-কুরআন (সূরা আন-নাহল, আলে ইমরান, ফুসসিলাত, বাকারা ইত্যাদি)

2. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

3. "দাওয়াতের গুরুত্ব ও পদ্ধতি" – মাওলানা সাইফুল্লাহ আব্দুল্লাহ

4. "ইসলামে দাওয়াত ও তাবলীগ" – মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী

5. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনা